চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার
কাঞ্চনরঙ্গ
চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত

সংগঠনে

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার নিবেদন

শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রে-র নাটক অবলম্বনে –

কাঞ্চন রঙ্গ

নির্দ্দেশনা : **অমর গাঙ্গুলী** সঙ্গীত নির্দ্দেশনা : **ভি. বালসারা**

সঙ্গীত রচনা ...	প্রণব রায়, বিজন ভট্টাচার্য্য	দৃশ্য সংগঠন ...	গোপী সেন
চলচ্চিত্রায়ণ ...	দেওজীভাই	ব্যবস্থাপনা ...	নীরোদ বরণ সেন
শিল্প নির্দ্দেশনা ...	সুনীল সরকার	রূপসজ্জা ...	ত্রিলোচন পাল ও দেবী হালদার
শব্দানুলেখন ...	জে. ডি, ইরানী	সাজসজ্জা ...	শের আলী
সম্পাদনা ...	মধুসূদন বন্দোপাধ্যায়	নৃত্য নির্দ্দেশনা ...	প্রভাত ঘোষ, কেনেথ কুমার

কণ্ঠ সঙ্গীত : মান্না দে মানবেন্দ্র মুখার্জ্জী, নির্মলেন্দু চৌধুরী ও ইলা বোস।

প্রচার সচিব : ফণীন্দ্র পাল প্রচার শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি

সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দানুমিশ্রন : শ্যামসুন্দর ঘোষ। চিত্রগ্রহণ : ইন্দ্রপুরী স্টুডিও। চিত্রপরিস্ফুটন : ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ। ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে 'ওয়েষ্টেক্স' শব্দযন্ত্রে সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দানুমিশ্রন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্যামল দত্ত ও অনিল রাহা (পলি ফটো স্টুডিও)

॥ ভূমিকায় ॥

তৃপ্তি মিত্র * অরুণ মুখার্জ্জী * গঙ্গাপদ বসু * শোভেন মজুমদার * লতিকা বসু বিপিন গুপ্ত * কুমার রায় * তরুণ কুমার (অতিথি) * সুব্রতা চ্যাটার্জ্জী সমীর চক্রবর্তী (এঃ) * শান্তি দাস * সুনীল সরকার * দেবব্রত মুখার্জ্জী সতু মজুমদার * রুণা রায় প্রভৃতি।

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

নির্দ্দেশনায় : সুখেন চক্রবর্তী, মাঃ বসীর, সুবীর দত্তগুপ্ত। চিত্রগ্রহণে : অমূল্য দাস। শব্দানুলেখনে : সিদ্ধি নাগ। সম্পাদনায় অশোক ঘোষ (বুলু)। সঙ্গীতে : রবীন সরকার।

কিরণ প্রিণ্টার্স, হাওড়া হইতে মুদ্রিত।

॥ চণ্ডীমাতা ফিল্মস্‌ (প্রাঃ) লিমিটেড কর্তৃক পরিবেশিত ॥

কাহিনী

গল্পের নায়ক পাঁচুগোপাল দত্ত। সামান্য কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি আর কিছু পৈত্রিক দেনা তার মীমাংসা করে ফেললো জমি-জমা বেচে দিয়ে। পাঁচু চলে এল কলকাতায়। সে এবার স্বাধীন ব্যবসা করে বড় হবে।

কলকাতায় এসে উঠল যদুগোপালবাবুর বাড়ী। তাঁর স্ত্রী পাঁচুদের গ্রামের মেয়ে। সেই সুবাদে পাঁচুর মা তাঁকে দিদি বলে ডাকতো। এই সম্পর্কের দোহাই দিয়ে যদুগোপালবাবু পাঁচুর কিছু জমি নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিল। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, পাঁচু তো তাঁর আত্মীয়ের মত। বিপদে-আপদে তিনি তো তাকে দেখবেনই তাছাড়া তিনি তাকে দোকান করে দেবেন। সরল পাঁচু সেই বিশ্বাসে যদুবাবুর কাছেই এসেছে।

যদুবাবু ত' প্রথমে পাঁচুকে চিনতে পারলেন না এবং তাঁর অতীতে দেওয়া আশ্বাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বিরক্তই হ'লেন। ভাগ্যিস ঠিক সেই দিনই বাড়ীর চাকরটা চাকরী ছেড়ে চলে গিয়েছিল তাই পাঁচু আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হ'ল না। ঘরের ছেলের মত

থাকতে আর হাতেহাতে বাড়ীর কাজকর্ম্মগুলো করে দিতে বললেন, কৃতার্থ পাঁচুগোপালকে।

যদুবাবুর সংসার বলতে স্বামী-স্ত্রী, দুই বেকার ছেলে অমর সমর ও কলেজে যাওয়া মেয়ে সীমা। অমর সিনেমার গল্প লেখার চেষ্টা করে, সমর দেখে বিলেত যাবার স্বপ্ন। আর আছে তরলা, বয়স বেশী নয়, রান্না আর ঝিয়ের কাজ করে।

এ হেন সংসারে আশ্রিত পাঁচু সকাল থেকে সকলের ধমক খায় আর সংসারের যাবতীয় কাজ করে। উনুনে আগুন দেয়, বাটনা বাটে, জমাদারের ধমক খায়, তাকে জল দেয়। গোয়ালার কাছে ধমক খায়, দুধ আনে। কর্ত্তার কাছে ধমক খায়, তামাক সাজে। গিন্নীর মুখঝামটা সহ্য করে। সকলে একসঙ্গে হুকুম করে, একসঙ্গে ধমক দেয়। হুকুম আর ধমকের চাপে পাঁচু পাগল হবার উপক্রম হয়। সমস্ত কাজে জট পাকিয়ে পালায় ছাদে। ছাদে তরলা রান্না করে। পাঁচুকে সেও ধমক দেয়, বলে, বোকা। ধমক দেয়, আবার তাকে নিজের ভাগ থেকে খেতেও দেয়।

তরলা পাঁচুকে দেশে ফিরে যেতে বলে। কিন্তু নিঃসম্বল পাঁচুর যাবার কোন যায়গা নেই।

এ বাড়ীর নিচের তলার ভাড়াটে বটু পাঁচুকে স্নেহ করে। পাঁচুও তাকে মনের কথা বলে। বটু পাঁচুর নামে একটি লটারীর টিকিট কিনে দেয়। যদুবাবু যে পাঁচুকে কোনদিন দোকান করে দেবেন তরলার মত পাঁচুও একথা বিশ্বাস করে না।

ক্রমশঃ নানান ব্যবহারে পাঁচুর সন্দেহ হয় যদুবাবু তাকে দোকান করে দেবেন না। এদিকে তার ওপর অত্যাচার ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। সমর তাকে মারতে আসে, অমর অপমান করে, মেসোমশাই মারেন, মাসীমা খাবার খোঁটা দেন। পাঁচু ভেঙ্গে পড়ে।

সরল পাঁচুর বোকামীর ফলে সীমার একটা বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়। সকলে মিলে তাকে মারধোর করে বাড়ী থেকে বের করে তাড়িয়ে দিতে যায়। এমন সময় বটু খবর আনে পাঁচুর নামে লটারী উঠেছে, সে অনেক অনেক টাকা পাবে।

বাড়ীর চেহারা অকস্মাৎ বদলে যায়। এখন পাঁচুই যেন এ বাড়ীর মনিব, আর সবাই চাকর। আদর আর সমাদরের হুড়োহুড়ি লেগে যায়।

অমর তাকে ষ্টুডিও-এ নিয়ে যায়, সিনেমা করার জন্যে। সমর ধরে বিলেত নিয়ে যাবার জন্যে। কর্ত্তা ধরেন পাঁচুকে তাঁর বাড়ীটা বেশী দামে গছাবার জন্যে আর গিন্নী ধরেন সীমার বিয়ের জন্যে। পাড়ার লোকেরা আসে চাঁদার জন্যে। সকলের নগ্ন চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

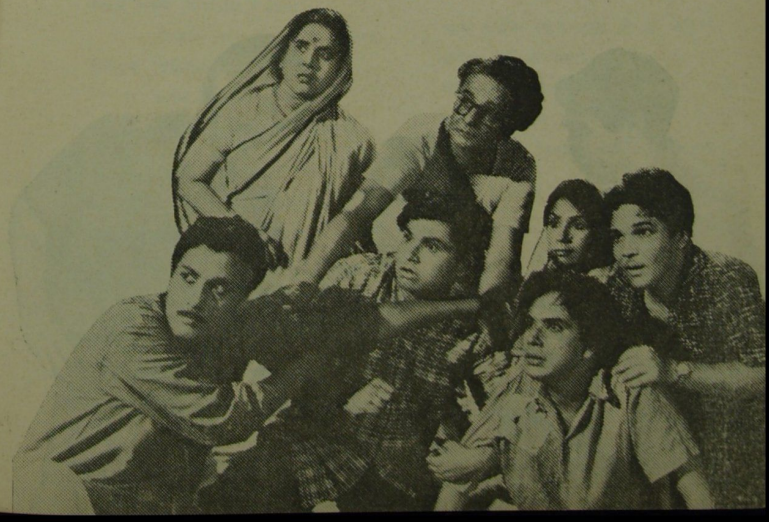

এখনও হাতে টাকা আসেনি। কিন্তু তার মধ্যেই পাঁচু পাগল হবার উপক্রম। রাতদিন টানাটানিতে পাঁচু ক্ষেপে ওঠে। সে সবাইকে সন্দেহ করতে থাকে, চিৎকার করে। টাকার মোহ শেষপর্য্যন্ত তাকেও বোধহয় ধরে।

হঠাৎ বটু খবর আনে, কাগজের ছাপায় ভুল ছিল, পাঁচু লটারী পায়নি। সবাই প্রথমে বিমূঢ় হয়ে যায়। কিন্তু সকলের রাগ গিয়ে পড়ে পাঁচুর ওপর, যেন সে-ই ইচ্ছে করে এই ভুলটা ঘটিয়েছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার পাঁচু হয়ে যায় চাকর, সকলে হয়ে যায় মনিব। আবার দ্বিগুণ বেগে মারধর, অপমান গলাধাক্কা।

তরলা ও বটু প্রাণপণ বাধা দেবার চেষ্টা করে। বাকী সকলে পাঁচুকে মারতে মারতে নীচে নিয়ে আসে। এমন সময় সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়।

টেলিগ্রাম!

তারপর—

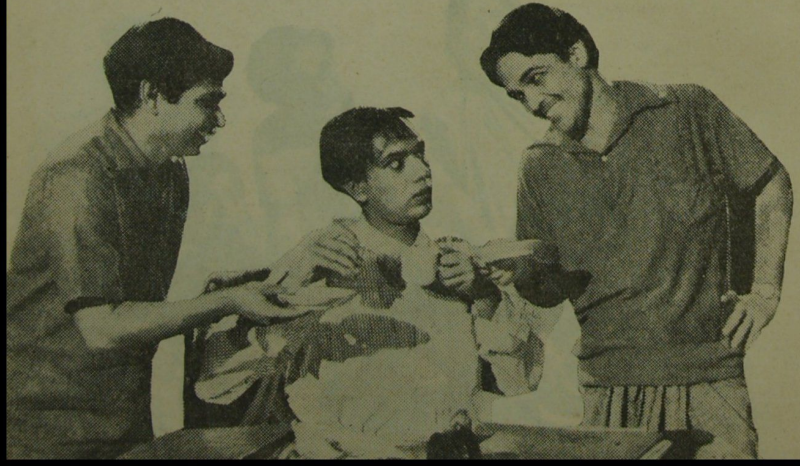

সঙ্গীত

॥ ১ ॥

বকুলে বসন্ত জাগে কোকিলে গান গায়
ময়রী আপনি নেচে ময়ূরে নাচায়।
ডাহুকি দুলায়ে বক্ষ ডাকিছে ডাহুকে
খঞ্জনী নাচায়ে পুচ্ছ খঞ্জনারে ডাকে।

নয়নে পাতিয়া ফাঁদ ধরেছ পাখীরে
ফাঁসকলে পড়িয়া পাখী আপিদাপি করে।
উড়িতে পারেনা পাখী চলিতে পারেনা
ভাবখানা করেছ যেন তাহারে চেননা।

সিঁদকাটি এক বাঁশের বাঁশী এমন গুণ ধরে
বিন্দুতে সিন্ধুরে নাচায় চকোরী চাঁদেরে।
আগুনে জানেনা কভু ফাগুনের জ্বালা
এক বিহনে দুই বাঁচেনা শুকায়ে যায় মালা।

॥ ২ ॥

অস্তম পস্তাম গিলগিলি নাস্তম
ইয়ামাদি চেখিনা বোচোপমা ধমাধম্
টিঙিনানা ঝিঙিনানা ছনছন্ ছমছম্
ঠনঠন্ ঠং ঠং পড়্ড় পমপম্।
ধম্ ধমা ধম্ ধম্ ধমা ধম্ ধম্ ধমা ধম্।

আহা আহ্লাদে প্রাণ আটখানা হল
গাল ভরে তাই হাসছি
আর এই দুনিয়ার রসের হাঁড়িতে
রসবড়া হয়ে ভাসছি
হা হা হাহা ... ...

আজ বরাত বুঝিবা খুললো
আর দুনিয়াটা তাই মনে হয় ভাই
মামার বাড়ীর তুলা।

এ্যাঁ? মামার বাড়ীর তুলা?
আয় হায় হায় দুধ ভাত
ক্ষীর দই
আর সন্দেশ
আর চপ্
আহা কোপ্তা কাবাব কালিয়া
আমার পাতে পড়ে হরদম্।
আমি স্বপ্নে দেখেছি সাত দিনে ভাই
দেহটা দিব্যি ফুললো।

আজ হাওয়ায় যেন সানাই বাজে
প্রাণে বাজে ঢোল কি
আর আকাশ ফুঁড়ে টাকার বৃষ্টি
এমনি মজার ভেল্‌কি
আহা তাক্ ধিনা ধিন্ তাক্ ধিনা ধিন্ ধা—
মনরে আমার বেলুন হয়ে আজকে উড়ে যা—

আহা পাইনা ভেবে আজ কী যে করি
মাটিতে হাঁটি না রকেটে চড়ি
চাঁদনীচকে না চাঁদে চলে যাই
শূন্যে লাফাই না ডিগবাজি খাই
ডিগবাজি খাই ডিগবাজি খাই ডিগবাজি খাই।

লা — লালালা — লালালা
এই ঝিলিমিলি রাত মিষ্টি ফাগুন
চোখে চোখে রঙ মনের আগুন
ফুলের হাসি পাপিয়ার সুর
যদি পকেট ভর্তি থাকে সবি মধুর।

॥ ৩ ॥

গোলাপ না রয় যদি আছে তো বকুল,
মধুরাতি যায় অলি করিসনে ভুল।

ইউনাইটেড সিনে প্রোডাকসন্সের

থানা থেকে আসছি

পরিচালনা • হীরেন নাগ
ভূমিকায় • উত্তম • মাধবী
কমল • দিলীপ

শ্রীঅরূপ প্রোডাকসন্সের

মণিহার

পরিচালনা • সলিল সেন
সঙ্গীত • হেমন্ত মুখার্জী

চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত আগামী ছবি

ডি.আর. প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন

আলোর পিপাসা

পরিচালনা • তরুণ মজুমদার
সংগীত • হেমন্ত মুখার্জী
ভূমিকায় • সন্ধ্যা রায় • বসন্ত চৌধুরী
পাহাড়ী • অনুপ • ভানু প্রভৃতি

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের

অভয়া ও শ্রীকান্ত

পরিচালনা •
হরিদাস ভট্টাচার্য্য